বিশেষ মূল্যায়ন পরীক্ষা -২০২১
বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম
শ্রেণি- দ্বাদশ
বিষয়ঃ- ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

১.অটোমান সুলতান অরখান জেনিসারি বাহিনী গঠন করে বিভিন্ন রাজ্যে অভিযান পরিচালনা করে অথ্র সম্পদ লুন্ঠন করে নিজ এলাকার উন্নয়ন ও সৌন্দয বৃদ্ধি করেন। সম্প্রতি একটি দীপের সুসজ্জিত ও সুরক্ষিত উপাসনালয়ের মূল্যবান অর্থ সম্পদের সন্ধান পেয়ে অরকান সেটি আক্রমণ ও লুন্ঠন করেন। স্থানীয় অধিবাসীরা প্রাণপণ চেষ্টা করে ও উপাসনালয়টিকে লুন্ঠনের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেননি।

(ক)সুলতান মাহমুদ কোন রাজ্যের শাসনকতা ছিলেন?

(খ)তরাইনের ২য় যুদ্ধের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো।

(গ)উদ্দিপকে উল্লেখিত উপাসনালয়টি আক্রমনের সাথে সুলতান মাহমুদের কোন অভিযানের সাদৃশ্য রয়েছে?ব্যাখ্যা কর।

(ঘ)উদ্দিপকের অরকানের জেনিসারি বাহিনীর মতো সুলতান মাহমুদ ও একই উদ্দেশ্য সম্পদ সংগ্রহ করেন- উক্তিটি মূল্যায়ন করো।

২.প্রশাসনে অভিজ্ঞ অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সিটিকর্পোরেশনের মেয়র নিরবাচিত হয়ে দেখলেন,সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য যে আমলা শ্রেণী তৈরি করে হয়েছিল তারাই এখন প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে।তারা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে অশোভন আচারণ ও বিশৃঙ্খলা তৈরি সিন্ডিকেটভিত্তিক অফিসিয়াল কার্যাদি পরিচালনা করত।এমতাবস্থায় মেয়র প্রশাসনে শৃঙখলা ফিরিয়ে আনার জন্য সিন্ডিকেটদের কঠোরভাবে দমন-বধলি,দূর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা, সিসি ক্যামেরা স্থাপনসহ কিছু অত্যাবশকীয় বিধিনিষেধ আরোপ করেন।ফলে সিটি কর্পোরেশনের সুশাসন অ সুনাম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

(ক) সুলতান মাহমুদের পিতার নাম কি?

(খ) কুতুব মিনার নামকরণের কারণ ব্যাখ্যা করো।

(গ) উদ্দিপকে উল্লেখিত আমলা সিন্ডিকেটদের সাথে বন্দেগাইন-চেহেলেগানের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো।

(ঘ) উদ্দিপকে বর্ণিত সুশাসন প্রতিষ্ঠায় মেয়র কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের সাথে সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের গৃহিত পদক্ষেপের তুলনামূলক বিশ্লেষন করো।

৩.জমিদার আবুল হাসান মৃত্যর পূর্ব তার বিদূষী ও বুদ্ধিমতি কন্যা হাসনা বানুকে তার বিশাল জমিদারির উত্তারাধিকারি মনোনিত করেন। আপনজনদের নানামুখী বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে তাকে জমিদারি হারাতে হয়েছিল। কিন্তু শত্রুদের হাতে তার ভাইয়ের মৃত্যু পর পুররায় আবার তিনি জমিদারি ফিরে পান।সকল যোগ্যতা থাকা সত্বেও নারীসুলভ দূর্বলতার কারণে তিনি নানা ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে কাঙখিত সফলতার পরিচয় দিতে পারেননি।

(ক)'আইবেক' শব্দের অর্থ কি?

(খ) রক্তপাত ও কঠোরনীতি কেন গ্রহণ করা হয়েছিল?

(গ)উদ্দিপকে উল্লেখিত জমিদারের কন্যার সাথে দিল্লি সালতানাতের কোন শাসকের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) হাসান বানু ও উক্ত নারি শাসকের ব্যর্থতার কারন একই সুত্রে গাথা-উক্তিটি বিশ্লেষণ করো।

৪.সরাইল উপজেলার চেয়ারম্যান পদে সামাদ পরিবার ঐতিহ্যগতভাবে নির্বাচিত হয়ে আসছে।কদম আলী পরিবার ভাগ্যন্বেষণে সরাইলে এসে বস্তি স্তাপন করে। কদম আলীর সহজ-সরল জীবনযাপন,সাহসীকতা,নীতিনৈতিকতা,সত্যবাদীতা,বিচক্ষণতা ও চারিত্রিক মাধুর্য উপজেলা বাসীর নজর কাড়তে সক্ষম হয়। সরাইল উপজেলা চেয়ারম্যান নিরবাচনে কদম আলী বিপুল ভোটে নির্বাচিত হন। তিনি উপজেলার অবাভনীয় উন্নয়ন করেন।উপজেলার আইন শৃঙখলা,সুশাসন, জননিরাপত্তা,বিচার সালিশ ব্যবস্থার উন্নয়ন, রাস্তাঘাট নির্মাণ,রাজাস্ব আদায়সহ সকল ক্ষেত্রে অসামান্য উন্নয়ন করেন, যা ইতোপূর্বে অন্য কোনো চেয়ারম্যানই করতে পারেননি। কিন্তু তার মৃতুর পর আবার উপজেলা চেয়ারম্যানের পদটি সামাদ পরিবারের হাতে চলে যায়।

(ক) মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে?

(খ) বাবুরনামা কী?ব্যাখ্যা করো।

(গ) উদ্দিপকে উল্লেখিত কদম আলীর সাথে ভারতীয় উপমহাদেশে কোনো আফগান শাসকের শাসন ক্ষমতা দখলের মিল যায়?ব্যাখ্যা করো।

(ঘ) উদ্দিপকের কদম আলীর চেয়ে উক্ত আফগান শাসক প্রশাসনিক ক্ষেত্রে আরো বেশি বিচক্ষণ ও দূরদর্শী ছিলেন – বিশ্লেষণ করো।

৫.সর্বধর্ম মতবাদের প্রবক্তা শ্রী আনন্দ স্বামী।তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীতে ত্রিপুরা জেলার সরাইল পরগনার কালিকচ্ছ গ্রামে এক কৌলিন জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। জমিদারের দায়িত্ব পালনকালে প্রজাদের ধর্মভিত্তিক বিভাজন ও আন্তঃধর্মবিবাদ তাকে চিন্তামগ্ন করে তুলে। ধর্ম নিয়ে হত্যা , হানাহানি, রক্তপাত নিরাসন ও শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি ইসলাম, সনাতন ও খ্রিস্টধর্মের সমন্বয় সর্বধর্ম মতবাদ প্রবত্রন করতে সক্রিয় হন। তার এ সর্বধর্ম মতবাদে প্রকৃত মানবতার আহবান থাকলেও ধর্মভিরু মানুষের দৃষ্টি তিনি আকষন করতে পারেননি।তবে এর মাধ্যমে তিনি সকল শ্রেণির মানুষের আস্তা অর্জন করতে পেরেছিলেন।

(ক)'মনসব' শব্দের অর্থ কি?

(খ) কুবলিয়ত ও পাট্রা বলতে কি বুঝায়?ব্যাখ্যা করো।

(গ) উদ্দিপকে উল্লেখিত আনন্দ স্বামীর সাথে মুঘল সম্রাট আকবরের কোনো নীতির সাদৃশ্য পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো।

(ঘ) উদ্দিপকে উল্লেখিত ব্যাক্তির সর্বধর্ম মতবাদ প্রবর্তন ও সম্রাট আকবরের ধর্মনীতির প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যর তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো।

6.বিংশ শতাব্দীর প্রতমার্ধে জার্মানির পশ্চিমাঞ্চলের জনগণের চেয়ে পূর্বাঞ্চলের জনগণ অনুন্নত ও অবহেলিত ছিল। পশ্চিমাঞ্চলের শাসকগোষ্ঠীর বৈরী মনোভাব আর পূর্বাঞ্চলের জনগণের কল্যাণ ও উন্নয়নের উদ্দেশ্য পূর্ব জার্মানি ও পশ্চিম জার্মানি নামে দুটি পৃতক রাষ্ট্র জন্ম লাভ করে। এই বিভক্তির ফলে

উভয় দেশের জনগণের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। জনগণের একটি অংশ এ বিভক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। অবশেষে প্রবল আন্দোলনের মুখে দুই জার্মানিকে পুনরায় একত্রীকরণ করা হয়।

ক) বেঙ্গল প্যাক্ট কী?

খ) খেলাফত আন্দোলনের উদ্দেশ্য কী ছিল? বাখ্যা করো।

গ) উদ্দিপকে উল্লেখিত দুই জার্মানির বিভক্তি ব্রিটিশ বাংলার কোন ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে দেই? বাখ্যা করো।

ঘ) জার্মানির পুনরায় একত্রিকরণ ও উক্ত ঘটনার পরিণতি কি একই ছিল? বিশ্লেষণ কর।

৭. দেশটি দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসনে নিপতিত হয়। উক্ত শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু আন্দোলন সংগঠিত হয়। এক পর্যায়ে একই সময়ে সারাদেশব্যপী ব্যাপক গণঅসন্তোষ দেখা দেয়। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বিচক্ষণতার অভাবে ও ঔপনিবেশিক শক্তির উন্নত অস্ত্র বলে এ আন্দোলন কঠোর হস্তে দমন করা হয়। উক্ত গণ-অসন্তোষ ব্যর্থ হলেও ঔপনিবেশিক শক্তির ক্ষমতার ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। দেশের মানুষ রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয়ে ওঠে। নতুন রাজনৈতিক শক্তির উন্মেষ ঘটে, যা ঔপনিবেশিক শাসন থেকে জনগণের মুক্তির প্রশস্ত করে।

ক. ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ কোথায় অবস্থিত?

খ. নবাব আব্দুল লতিফের সংস্কারের মূল লক্ষ্য কী?

গ. উদ্দীপকের সাথে উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে ভারতবর্ষের কোন ঘটনার সামঞ্জস্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উক্ত ঘটনার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।

৮. দেশটি বহু বর্ণে, ধর্মে ও জাতিতে বিভক্ত ছিল। ফলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পক্ষে ঐ দেশে শাসন-শোষণ খুবই সহজ ছিল। এক পর্যায়ে দেশের মানুষ ক্রমেই স্বাধীনতার জন্য উন্মুখ হয়ে পড়ে। একটি রাজনৈতিক দলের নেতা ধর্মের উপর ভিত্তি করে এক ঐতিহাসিক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটি পরবর্তীতে কিছুটা সংশোধিত হয়ে প্রকাশিত হওয়ার পর সারা দেশব্যাপী ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। শেষ পর্যন্ত উক্ত প্রস্তাবের ভিত্তিতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বিদায় নেয়। দেশটি বিভক্ত হয়ে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্রে আত্মপ্রকাশ করে।

ক. দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রবর্তক কে?

খ. খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হয় কেন?

গ. উদ্দীপকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক প্রস্তাব কোনটি? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উক্ত প্রস্তাবের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো।

৯. এশিয়া মহাদেশের দেশটি উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চল এ দু' অংশে বিভক্ত ছিল। উত্তরাঞ্চল ছিল প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু। নেতৃত্বে ও কর্তৃত্বে এ অঞ্চলের প্রাধান্য ছিল। দক্ষিণাঞ্চল প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠীর অবহেলায় উন্নয়ন বঞ্চিত থেকে যায়। ফলে উভয় অংশে আঞ্চলিক বৈষম্য প্রকট হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে দক্ষিণাঞ্চলে বেঞ্জামিন নামে এক জননেতার উত্থান হয়। তিনি আঞ্চলিক বৈষম্য নিরসনের জন্য ১০ দফা কর্মসূচিভিত্তিক আন্দলোনের ডাক দেন। তার এ আন্দোলনে দক্ষিণাঞ্চলের জনগণ ব্যাপক সমর্থন জানায়। শেষ পর্যন্ত এ আন্দোলন গণঅভ্যুত্থান থেকে সশস্ত্র স্বাধীন সংগ্রামের রূপ পরিগ্রহ করে।

ক. তমদ্দুন মজলিসের প্রতিষ্ঠাতা কে?

খ. বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের আন্দোলনের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের কোন আন্দোলনের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উক্ত আন্দোলনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো।

১০. ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ১৯ নভেম্বর। গেটিসবার্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন দাস প্রথা বিলোপ, নাগরিক অধিকার ও গণতন্ত্র প্রসঙ্গে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। তাঁর এ ভাষণের স্থায়িত্বকাল ছিল মাত্র তিন মিনিট। ' গেটিসবার্গ এড্রেস ' নামে খ্যাত এ ভাষণ দুনিয়ার ইতিহাসে গণতন্ত্রের মহাজাগরণে এক অনন্য দলিল।

ক. ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় কত খৃষ্টাব্দে?

খ. অপারেশন সার্চলাইট কি?

গ. উদ্দীপকের ভাষণের সাথে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাসে কোন মহান নেতার ভাষণের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উক্ত ভাষণের ঐতিহাসিক তাৎপর্য নিরূপণ করো।

১১. যুগোস্লাভিয়ার বসনিয়া-হার্জেগোভিনা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল। সংখ্যালঘিষ্ঠ সার্ব শাসকগোষ্ঠীর নিকট দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই শোষিত নিষ্পেষিত হয়ে আসছিল বসনীয় জনগোষ্ঠী। ফলে দীর্ঘ দিনের বঞ্চনা তাদেফ বিক্ষুব্ধ করে তোলে এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্বাধীনতার ডাক দেয়। সার্ব-ক্রোট যৌথ শক্তি এ আন্দোলন দমনে গণহত্যা, লুণ্ঠন, নারী ও শিশুদের প্রতি পাশবিক নির্যাতন চালায়। অবশেষে লক্ষ্য লোকের আত্মদান ও অসংখ্য নারীর সম্ভ্রমের বিনিময়ে বসনিয়া স্বাধীনতা অর্জন করে।

ক. মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?

খ. মুজিবনগর সরকার গঠনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের সাথে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের কোন বিশেষ ঘটনার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে ১৯৭১ খৃষ্টাব্দের মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করো।